দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 02 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৫ ... কলাম ... ২

মুরাদনগর প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ!

■ মুরাদনগর (কুমিল্লা) সংবাদদাতা

দুর্নীতির স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে মুরাদনগর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিস। শিক্ষকদের অভিযোগের ভিত্তিতে জানা গেছে, উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের প্রধান কেরানী মো. শাহেব আলী কার্যালয়ে যোগদানের পর থেকে প্রায় ১৫ বছর যাবৎ এখানেই কর্মরত আছেন। দীর্ঘদিন যাবৎ মুরাদনগরে কর্মরত থাকার ফলে উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তার কাছে এক প্রকার জিম্মি হয়ে রয়েছেন। এখানে উৎকোচ ছাড়া কোন শিক্ষকদের কোন প্রকার কাজ হয় না বলে অভিযোগে জানা গেছে।

অভিযোগ রয়েছে, শিক্ষকদের পেনশনের টাকা উত্তোলন ও কিছু ক্রটিতে দিতে হয় ২০/৬০ হাজার টাকা, মেডিক্যাল ছুটি মনজুর ও বকেয়া বিল তৈরিতে ২০/৩০ হাজার, সদ্য সরকারি করা বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের ৬/৮ হাজার, জুনিয়র শিক্ষককে সিনিয়র শিক্ষক বানিয়ে অন্য স্কুলে বদলি করতে ১০/১৫ হাজার, এ উপজেলা থেকে অন্য উপজেলায় বদলির ছাড়পত্র ও এলপিসি সার্ভিস নিতে ২/৩ হাজার, কোন টাইম স্কেল এবং বকেয়া বিলের সময় ৫/৬ হাজার টাকা দিতে হয়। শিক্ষকতা একটি মহান পেশা, মানুষ গড়ার কারিগর। কিন্তু তারপরও টাকা ছাড়া পায় না কেউ কোন প্রকার সেবা।

তবে কেরানী মো. শাহেব আলীর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি উল্লেখিত সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমি হলাম একজন কেরানী, সেখানে আমার কী করার আছে। অফিসাররা যে নির্দেশ দেন-আমি তা পালন করি।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এএনএম মাহবুবুল আলম বলেন, আমি এ অফিসে যোগদানের পর থেকে কোন অনিয়ম হতে দেইনি। এ অভিযোগগুলো আমি আসার আগে হতে পারে।

কুমিল্লা জেলা প্রাথমিক সহ. শিক্ষা অফিসার ফাতেমা মেহের ইয়াসমিন জানান, বিষয়গুলো জানা নেই। লিখিতভাবে অভিযোগ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।